R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ভাদ্র, ১৪১৮।
৩১শে আগষ্ট ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

বাসষ্ট্যাণ্ড নিয়েই এখন জঙ্গিপুরে কংগ্রেস সিপিমের ক্ষমতার লড়াই

নিজস্ব সংবাদ দাতা : জঙ্গিপুর কলেজের পাশাপাশি এখন সেখানকার বাসষ্ট্যাণ্ডও উত্তপ্ত এবং থমথমে। গত ২৪ আগষ্ট বিকেলে বাসষ্ট্যাণ্ড চত্বরে মাল্টি জৈনের কেবল গোডাউন সমেত বেশ কয়েক জায়গা তল্লাসী চালান এস.ডি.পি.ও। ভেঙে দেয়া আই.এন.টি.ইউ.সি অফিস চত্বরে সি.আই.টি.ইউ পুনরায় অফিস চালু করলে সেখানকার টেবিল চেয়ারও এস.ডি.পি.ও তুলে নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে সি.পি.এম নেতা সাহাদাৎ হোসেন ও পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম প্রতিবাদ করলে এস.ডি.পি.ও নাকি জানিয়ে দেন এলাকার অশান্তি রুখতে নতুন করে এখানে আর কোন ইউনিয়ন অফিস খুলতে দেব না। এদিকে ব্রীজের নিচে আই.এন.টি.ইউ.সি টেবিল লাগিয়ে বাস কিছু একটা টাকা আদায় চালু রেখেছে। পুলিশ ছোটকালিয়ার মঙ্গল দাসের পোলট্রি ফার্ম লাগোয়া ঝোঁপের ভেতর থেকে বড় প্লাসটিক জার ভর্তি বোমা উদ্ধার করে। মঙ্গল ও তাঁর ছেলে অপরেশ গ্রেপ্তার হয়। অপরেশের ভাই মহাদেব পুলিশের গন্ধ পেয়ে আগে ভাগে লুকিয়ে যায়। জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড চত্বরে আই.এন.টি.ইউ.সির মূল হোতা বাদল মির্জার সাকরেদ মহাদেব। মাঙ্গল দাস জামিন পেলেও তার ছেলে হাজতে। মহম্মদপুরের জনৈক বাসিন্দা অভিযোগ করেন – জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড দখল নিয়ে কংগ্রেস ও সি.পি.এমের মধ্যে বোমাবাজি চললেও যাদের নামে থানায় অভিযোগ আছে তারা কিন্তু প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গোবিন্দপুর হাই স্কুলে এখন সবকিছুতেই দুর্নীতি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গোবিন্দপুর হাই স্কুলে সম্প্রতি সরকার থেকে দেয়া ছাত্রীদের পোষাক কেলেংকারীতে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগের পাশাপাশি সেখানে রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিপ্রাহারিক আহার থেকে শুরু করে ঘর নির্মাণ সব কিছুতে দুর্নীতি। অনুসন্ধানে জানা যায়, দীর্ঘ ১৪বছর আগে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবপ্রসাদ রায়শর্মা অবসর নেন। ওখানে এখন পর্যন্ত কোন স্থায়ী প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে আসেননি। টিচার-ইন-চার্জ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্যকে খুশি করতে গিয়ে পদে পদে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওখানে দীর্ঘ দিন কোন ম্যানেজিং কমিটি ছিল না। অনেক টালবাহানার পর কমিটি চালু হলেও সদস্যদের লুটে পুটে খাওয়ার চাপে টিচার-ইন-চার্জ বেকায়দায়। স্কুল ঘরের মেঝে তৈরী যা রঙে দুর্নীতি মাখা চারা দিলে কয়েকজন অভিভাবক বেঁকে বসেন। পরিস্থিতি বুঝে কিছুটা সমঝিয়ে চলে এই পর্যন্ত। এ অভিযোগ জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ঐ গ্রামের বাসিন্দা আবুল হাসনাৎ এর (চন্দন)। তিনি আরো জানান, তাঁর বাবা গ্রামের প্রবীণ মানুষ আসরাফ হোসেনকে ডেকে স্কুলে গণ্ডগোল মিটিয়ে নিলেও অসততা বন্ধ হয়নি। গ্রামের দুই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর দলাদলিতে পঞ্চম শ্রেণীতে দু'মাস এবং বাকী শ্রেণীগুলোতে দীর্ঘ সাত মাস ছাত্রদের দ্বিপ্রাহরিক আহার চালু নেই। হাতীবান্ধা বহরা স্বম্ভের গোষ্ঠীর পক্ষে বেবী বিবি অভিযোগ করেন – ১৯৯৭ সাল থেকে বেআইনীভাবে টি.আই.সি.-র চেয়ার দখল করে আছেন ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস। অনেক কায়দার পর গত ১৫-৫-১১ ম্যানেজিং কমিটির সভায় ৫টি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম পর্যন্ত রান্নার দায়িত্বভারেরও একটা বিষয় ছিল। রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিও ২০১০ এর অক্টোবরে হাতীবান্ধা-বহরা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে রান্নার লিখিত দায়িত্ব দেন এবং প্রয়োজনীয় বাসনপত্র কিনে দেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য টাকাও দেন। কিন্তু টি.আই.সি. এবং সেক্রেটারী প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা, এক বস্তা চাল ও দশ কেজি ডালের দাবী করেন। এতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ঊনিশজন সদস্যই আপত্তি জানান। ম্যানেজিং কমিটি অন্য গোষ্ঠীকে দিয়ে রান্নার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

১৩জন প্রার্থীর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা দীর্ঘ কয়েক মাস আগে ১৩টি ফাঁকা পদে কর্মী নিয়োগের ইন্টারভিউ ডাকে। অথচ এখনও প্রার্থীরা যে তিমিরে সে তিমিরেই। রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গত ২৪ আগষ্ট এর চূড়ান্ত সমাধান হবে বলে পুরপতি মোজাহারুল (শেষ পাতায়)

রঘুনাথগঞ্জ থানায় নতুন আই.সি.

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. সুধারঞ্জন সরকার বদলি হলেন কাঁচড়াপাড়ায়। এখানে আসছেন ব্যারাকপুর মহকুমার নওয়াপাড়া থানার ও.সি. লোকমান হোসেন। সুধারঞ্জনবাবু প্রায় দু'বছর এখানে থেকেও জনমনে কোন রেখাপাত করতে পারেননি। শহরের মধ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে ছিনতাই বা বিভিন্ন (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজের দুই গেটে এখন পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অনির্দিষ্টকাল জঙ্গিপুর কলেজ বন্ধের নোটিশ জারি করেও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে কলেজ খুলে রাখতে বাধ্য হন প্রিন্সিপ্যাল। এ ধরনের একটা পদক্ষেপ নেয়ার আগে তিনি নাকি শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারী সমিতির সঙ্গে কোন আলোচনা করেননি। কোন জায়গা থেকে প্রভাবিত হয়েই এই (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৪১৮

নষ্ট নীড় ঃ মদে ও জুয়ায়

নষ্ট নীড়ের নেপথ্যে থাকে অনেক বেদনার্ত্ত ঘটনা। বিবাদ, বিসম্বাদ, হিংসা, বৈরিতা, স্বার্থপরতা – এমনই সব ঘৃণ্য নীচতার মতই জঘন্য মনোবৃত্তি। বাঙালীর ঘরে ইহার অসদ্ভাব নাই। বহুকাল পূর্ব হইতে কতশত যৌথ পরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে। কত দলাদলি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক বিরোধ এবং বিড়ম্বনা বিলক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং নিত্যই নবরূপে দেখা দিতেছে। ভদ্রাসন ভাগ হইয়াছে, জমির আয়তন খণ্ডিত হইয়া জ্যামিতিক চেহারা প্রাপ্ত হইয়াছে। হয়তো কেহ কেহ বলিবেন— এইসব ঘটনা সমাজের ধনী বিত্তবান ঘরেই ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহারা সমাজের কতটুকু অংশ ? ইহাতে বৃহত্তর সমাজের কী আসে যায় ? বৃহত্তর সমাজে যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু সব সময় বিষয় আশয়গত সমস্যা ততটা গুরু নয়। অবশ্য তাহাদেরও পারিবারিক অশান্তি থাকা অসম্ভব নয়। অশান্তির মত ঘর ভাঙার কারণও মিলিতে পারে। সদ্য একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজে যাহারা 'প্রলেটারিয়েত' বলিয়া পরিচিত তাহাদের ঘর সংসারেও আগুন লাগিতেছে আর সেই আগুনে তাহাদের পারিবারিক জীবনের গৃহদাহ চলিতেছে। সম্প্রতি ২৪ পরগণার একটি গ্রামে আয়োজিত 'স্বাক্ষরতা ও আইনি সচেতনতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক দরিদ্র গৃহবধূর প্রতিবাদী কণ্ঠে তাহাদের নষ্ট নীড়ের অন্যতম কারণ উঠিয়া আসিতেছে এবং বিচারকের নিকট তাহার জন্য বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। ভাঙনের সেই কারণ হইল তাহাদের স্বামীদের নেশা – মদ-গাঁজার নেশা। গ্রামের দরিদ্র পড়িবারগুলিতে চলিয়াছে তাহার বিষক্রিয়া। অনুমেয়, তাহাদের এই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ স্বামীদের বিরুদ্ধে। তাহারা সমাজের নীচের তলার শ্রমজীবী মানুষ। তাহারাও নেশার বিষে জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে। ছাপোষা এই সাধারণ মানুষগুলি হইয়া উঠিতেছে বেহেড মাতাল। মদ এবং জুয়ায় ইহারা ডুবিয়া থাকিয়া তাহাদের পরিবারকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া চলিয়াছে। মদ এবং মদের ঠেক এখন গ্রামগঞ্জের সর্বত্র – আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে। গ্রাম ঘরে চলিতেছে অবাধ অবৈধ চোলাই এবং শহরের দোকানে চলিতেছে নামীদামী মদের কেনাবেচা। শোনা যাইতেছে সরকার নাকি আবগারী বিভাগকে মদ বিক্রির উপর জোর দিবার কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে – সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি। তাহার জন্য রাজ্য জুড়িয়া মদ বিক্রির দোকানগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে – এমন খবর জনান্তিকে আলোচিত হইতেছে। নেশার চিত্র শুধু কয়েকটি গ্রামের নয়, খুঁজিলে সারা রাজ্য জুড়িয়া তাহার রমরমা চেহারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। অনেকের ধারণা গ্রাম ঘরে শ্রমজীবী পরিবারের অশান্তির কারণ হইতেছে এই জাতীয় পচাই চোলাই মদ। নেশাগ্রস্তরা কষ্টার্জিত পয়সায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া আসিয়া তাহাদের পরিবারে নিত্যই অশান্তি র ঝড় তুলিতেছে। ফলতঃ অভাবী সংসারে বাড়িতেছে পারিবারিক অত্যাচার ও অশান্তি। গৃহবধূদের উপর নির্যাতন বহু শ্রুত ঘটনা। মদ বিক্রির উপর সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পাইতে পারে ঠিকই কিন্তু তাহার নেপথ্য কাহিনী মোটেই সুখকর নহে। সেদিনের 'সাক্ষরতা ও আইনি সচেতনতা' বৃদ্ধির আসরে গৃহবধূরা তাহাদের উত্থাপিত আর্ত্ত প্রশ্নের জবাব পায় নাই বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। শুধু নষ্ট নীড় কেন অসামাজিক কার্যকলাপের পিছনে মদ ও জুয়ার প্রভাব পড়ে কিনা তাহা সমাজ বিজ্ঞানীরা ভাল বলিতে পারিবেন।

ঈদ-উল-ফিৎর (Eid-ul-Fitre)

আবদুর রাকিব

আরবি 'ঈদ' শব্দের অর্থ উৎসব (festival)। আর 'ফিৎর' হল ভঙ্গ করা (to break)। ঈদ-উল-ফিৎর হবে রোজা বা উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করার উৎসব (The festival of fast-breaking)।

তাই আগে রোজা, পরে ঈদ। রোজা যদি হয় পরীক্ষা, তবে ঈদ হবে পরীক্ষার পাশের পুরস্কার। 'রমজান' আরবি হিজরি (চান্দ্র) বর্ষের একটি মাস, যা পুরোপুরি রোজার জন্য নির্দিষ্ট। আর রমজান-পরবর্ত্তি 'সাওয়ান' মাসের ১ম দিনটিই ঈদের দিন। উৎসবের এ দিন নির্ধারণ যথেষ্ট তাৎপর্যময় ও ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ।

রমজান মাসে পবিত্র কুরআনের কিছু বাণী প্রথম অবতীর্ণ হয় (যা চলতে থাকে ২৩ বছর ধরে)। তাই রমজানও একটি পবিত্র মাস। আল-কুরআন আবার ইসলামিবিধানেরও মূল উৎস। সেখানেই বলা হচ্ছে : 'যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে (২:১৮৫)। কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী, রোজা তাই সুস্থ-সক্ষম প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অতি অবশ্য পালনীয় (obligatory) ব্রত বা কর্তব্য।

রোজা মানে স্রেফ পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়, সর্বমাত্রিক সংযম। পরিশ্রুত জীবন-যাপনের যাপন-পদ্ধতির এক প্রতীকী নমুনা। মাস-ব্যাপী রোজার প্রতিটি শুরু হয়, শেষ রাতে পুব আকাশে ঊষার আলো পরিস্ফুট হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত থেকে ; আর দিনভর চলে তা শেষ হয় সেদিনের সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই। এ সময়-সীমার উভয়-প্রান্তে, শুরুর আগে ও শেষের পরে রয়েছে পানাহারের নির্দেশ। রোজা শুরুর আগে, শেষ রাতের পানাহারকে বলে 'সাহারি'। 'সাহরি' রোজাদারকে সুস্থ ও সচল রাখতে সাহায্য করে (জ্বালানি তেল যেমন যানকে সচল করে রাখে)। রাত-শেষের পানাহারও কিন্তু কুরআনি নির্দেশ। বলা হয়েছে : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয় ('And eat and drink until the white thread of Dawn appear to you distinct from the black thread'.) (২:১৮৭)। কুরআনের মতে 'সাহরি' বড় প্রাচুর্যময়। আর দিনশেষের রোজা ভঙ্গ করার, সান্ধ্য পানাহারকে বলে 'ইফতার'। আনুভূতিক দিক দিয়ে ইফতার– কেও ঈদ বলা যায়। কেননা, ঈদ যে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে, সাময়িকভাবে ইফতারও উপবাস-ক্লিষ্ট মনে আনন্দের অনুভূতি জাগায়।

রোজা নিয়ে এত কথা বলার কারণ, রোজা ও ঈদ পরস্পরের অঙ্গ ও অনুষঙ্গ, দুয়ে মিলে এক অবিভাজ্য সংস্কৃতি। ঈদ আসে রোজা-ব্রতের সমাপ্তি ঘোষণা করে, মুক্তির খুশির খবর নিয়ে, সংযম-সাধনার উত্তরণ অভিজ্ঞান বিলি করতে। তাই যেখানে রোজা নেই, সেখানে ঈদও নেই – রোজা ঈদের পূর্ব শর্ত। সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সচল ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রমজানে যে রোজা রাখে না, তার জীবনে কখনও ঈদ আসে না। রমজান-শেষের সান্ধ্য (পশ্চিম) আকাশে, বাঁকা খেজুর পাতার মতো, সাওয়ালের একফালি চাঁদের ঝিলিক দেখা মাত্র, একজন রোজাদারের সমগ্র চৈতন্য জুড়ে পুলকানভূতির যে শিহরণ শুরু হয়, ভাষার সসীমতায় তার প্রতিবর্ণন সম্ভব নয়। কেননা, এ অনুভূতি পার্থিব আনন্দের প্রতিক্রিয়া নয়, অপার্থিব একটা-কিছু প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন উচ্ছ্বাস। (পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

উদয় শঙ্কর রোড হোক

জানি না রাজ্য সরকারের ক্ষমতাধীন কিনা ? যদি হয়, তাহলে একটি প্রস্তাব ছিল। এন.এইচ. ৩৪ এর নাম পরিবর্তন করে 'উদয় শঙ্কর রোড' করা হোক। পরিবর্তিত সরকারের নাম পরিবর্তনের ধারাও বজায় থাকবে এবং নাচতে নাচতে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সাথে রাস্তার নামের সামঞ্জস্যের স্বার্থকতাও বজায় থাকবে। আমার মতে মুর্শিদাবাদের মানচিত্র ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড়, রাজ্য জাতীয়, কাঁচা-পাকা রাস্তার ৭৫ শতাংশই কোন না কোন নৃত্যশিল্পীর নামে হোক। কর্মসূত্রে এদিক-ওদিক যেতে হয় তাই বুঝি, নরক যাত্রা কাকে বলে ! বেলডাঙ্গা থেকে ফরাক্কা যান কিম্বা মোরগ্রাম থেকে নলহাটী ! বহরমপুরের স্বর্ণময়ী কিম্বা ষ্টেশন রোডের রাস্তা, জঙ্গীপুর থেকে ভায়া লালগোলা বহরমপুর, ভায়া মিত্রপুর মুরারই নয়তো ওদিকে হারোয়া বংশবাটি, উমরপুর থেকে ফুলতলা আসুন, সাজুর মোড় থেকে অরঙ্গাবাদ নেতাজীমোড় যান, ডাকবাংলা থেকে ধুলিয়ান, রাস্তায় হাইব্রিডের মাগুর চারা ছেড়ে মাসখানেক তদারকি করতে পারলে লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। হায়রে হাত বাড়ালেই অর্থমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় হাতছানি, হাত ছোট হলে রাজ্যের পুর্তমন্ত্রী রয়েছেন, ওনাদের কনভয় কি উড়ে যায়, কি জানি বাবা ! প্রতিবাদ প্রতিরোধ ভুলে যান। এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়ার পর আশেপাশে যে ক'জন বাম নেতা রয়েছেন তাদের অবস্থা 'খুব হয়েছে, ক্ষ্যামা দে' গোছের। টাউন কংগ্রেস তো প্যাকেট ও ডেকোরেটরের ভাগ বাঁটোয়ার নিয়ে ব্যস্ত। আর তৃণমূল এখন সব পেয়েজির দল। বহু বঞ্চনার পর অফুরান ভোগের সময়। তাই ... আমার এই পথ চলাতেই (নাচিতে নাচিতে) আনন্দ।

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জঙ্গীপুর বাবুবাজার

ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাঙ্ক খোলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

তামাম হিন্দুস্তানের খাজানার মন্ত্রীসাহেব জনাব প্রণববাবু যেহেতু ভি.ভি.ভি.আই.পি. এবং জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ, তাই তাঁকে খেল্ দেখাতে হবে কিছু। হাতে রেল নাই, শিল্প নাই, খোল্ ব্যাঙ্ক। কেননা তিনি অর্থমন্ত্রী। বরকৎ সাহেব যেহেতু মালদার সাংসদ ছিলেন, ঢেলে রেলের যা কিছু নিয়ে গেলেন মালদায়। বিহারের যতজন রেলমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরাও তাই করেছেন। মমতাও সেই দলে। এঁরা বলেন আমরা কেন্দ্রের মন্ত্রী, সাংসদ, আর কাজ করেন অঞ্চল প্রধান আর.এম.এল.এ-র মতো। সারা ভারতের বরাদ্দ যদি ১০ হয় নিজের রাজ্যের নানা যুক্তি দিয়ে ৭ খরচ করা শুধু প্রাদেশিকতাই নয়, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ অথচ এটাই দস্তুর। সবাই করেছে আমিও মওকা পেয়েছি করবো। একই শরীরের বিশেষ একটা অঙ্গ ভিটামিন দিয়ে বা প্লাস্টিক সার্জারী করে মোটা করলে তা কি সুশ্রী না কুৎসিৎ কোনটা ? প্রণববাবুর এখানে আর্থসামাজিক উন্নয়নে করা উচিৎ ছিলো মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনা, এম্স্ এর মতো না হোক একটা গ্যারন্টিযুক্ত, অসহায়দের সাহারা দিতে বড়সড় হাসপাতাল। তিনি ৭ জনের জন্য সব লাইসেন্স, পারমিট, সুযোগ সুবিধা সেই যে বেঁটে চলেছেন তার আর কামাই নেই। ওরা ৭ জন ছাড়া এ সংসদে যেন আর মানুষ নেই। যে বিড়ি খেয়ে তাঁদের সাধের ভোটাররা বছরে যে কোনও মহামারীর থেকে বেশী মরছে, সেই শিল্পে যেহেতু কারিগর কয়েক লক্ষ তাই কি বিশাল অর্থের তছনছ চলছে শুধু নেশা করানোর লক্ষ্যে ভোটের জন্যে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে ! যত বিড়ি মালিক সব আজ প্রণববাবুর ফ্যান, যত বিড়ি শ্রমিক সব যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে। ব্যাঙ্ক লোন, মদ, গাঁজা, যক্ষা, অনাহারে, অসুখে মরা, ভাগ দিয়ে বাড়ীর বরাদ্দ টাকার অর্ধেকটা নিয়ে পুরো অঙ্কে সই করে দেওয়া একই রকম চলছে চলবে।

তাই হঠাৎ ব্যাঙ্ক খোলার হিড়িক। এই হ্যালিকপ্টার নামে, তো ঐ টি.ভি. ওয়ালারা দৌড়ায়। প্রায় ২৫ টা ব্যাঙ্ক খুলে গেল। এল.আই.সি.-র এক বড়কর্তা এই ঘোলা জলে ঐ সংস্থার কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করে চাকরীর শেষ প্রান্তে প্রণববাবুকে হ্যালিকপ্টারে ঘুরিয়ে বাগিয়ে নিলেন কেন্দ্রের মস্ত এক চাকরী। আহা, বেচারা খেয়ে বাঁচুন। কিন্তু আমাদের কি হলো ? শহর ছাড়া মানুষ নাই, নাকি তাদের টাকা নাই, না লোনের দরকার নাই ? মহম্মদ পাহাড়ের কাছে গেলেন না তাই পাহাড়কেই মহম্মদের কাছে আসতে হলো।

গ্রামান্তরের যত হতভাগা শহরে প্রণববাবুর নিয়োজিত সেই সাত ভাই চম্পার পায়ে তেল দিয়ে, পকেটে মাল দিয়ে কংগ্রেসের ছাপ মারা যত 'গরীব' শহরে নাম লেখালো। এক একজন ২/৩ টা ব্যাঙ্ক থেকে ১৫ হাজারী লোন ৪% এ নিয়ে ১০% সুদে সেই টাকা দিব্যি খাটিয়ে খাচ্ছে। আর তেনু মোড়ল, কটা সেখ সেই বিড়ি বাঁধছে টালের চালায়, খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে। ঐ বিপুল অঙ্কের লোনের টাকা কোনদিন ব্যাঙ্কগুলো ফেরৎ পাবে না। ২/৫ জন বাদে অদ্যাবধি সর্বমোট প্রায় ৫ কোটি টাকা ফেরৎ দেয়নি। প্যাকেট বিলোনো ব্যাঙ্কগুলোর ৩/৪ টি বাদে সবাই অফুরন্ত সময় পেয়েছেন আড্ডা আর খৈনী চিবোনোর। সমস্ত ব্যাঙ্ক মোট লোন দিয়েছেন ৫ কোটি তো মোট আদায় ৫০ হাজার মাত্র। অথচ পরিকল্পনা করে বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে বা গ্রামে পাঠালে এত হতদ্দশা হতোনা। শুধু তাই নয় এঁদের মধ্যে খদ্দের টানতে যেরকম স্নো পাউডার মাখার আর কনসেশন দেবার পরিষেবা ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তা বড়ই লজ্জার। তার মধ্যে অবশ্যই বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক মর্যাদা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০ জুলাই দি ইকোনমিক টাইমস- এ আত্মদীপ রায় খুবই সুন্দরভাবে এই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, মৌ মাছিদের মতো ব্যাঙ্কগুলো সোজা পথে এলো, মধু নিয়ে ফিরে গেল। এটা পরিষেবা ? বড় বড় ব্যাপার প্ল্যানিং ছাড়া হয় ? নেতারা দায়িত্ব এড়াবেন ?

আমরা আর একটা ব্যাপারও দেখছি। এর আগে অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমও ৬০ হাজার কোটি টাকা মাফ করে দিলেন। লোকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেবে, রাষ্ট্র কেন তার গুণাগার দেবে ? কেন্দ্র সরকারকে ব্যাঙ্কগুলো আর.বি.আই.-এর মাধ্যমে বারবার চায়লেও তারা সামান্য কিছু পায়। বাকীটা লস। চিদম্বরমের ব্যক্তিগত কি একটা ৩০০ কোটির মতো ঘটনাও শোনা যায়। তিনি ফেরৎ দেননি নাকি ! কংগ্রেস সরকার নরসীমার আমলেও একই কাণ্ড করেছে। প্রণববাবুও এ ব্যাপারে একটা রেকর্ড করে ছাড়বেন। ট্যাক্স না চাপালে রাজ্য তো চলবেই না, কেন্দ্রের ঋণ যে জায়গায় যাচ্ছে তাতে (শেষ পাতায়)

পবিত্র ঈদে

জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যাপীড়িত দুর্গত মানুষদের সমবেদনা জানাই।

সুতী-১ এবং ২ ব্লকের সিপিএম বোর্ডের জি.আর নিয়ে নগ্ন দলবাজির বিরুদ্ধে বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছি। ত্রাণ নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধেও মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এলাকার মানুষের পাশে আছি – থাকবো।

ইমানী বিশ্বাস
বিধায়ক, সুতী বিধানসভা

ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাঙ্ক খোলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় (২য় পাতার পর)

আমেরিকা বৃটেনের পতাকা না উড়লেও দেশ আর স্বাধীন থাকবেনা। ১৫ই আগষ্টের বক্তৃতার উপর ওরা সেন্সার করবে। কথা হোলো ট্যাক্স দেবে কারা কি হারে ? দেশের বিত্তবানদের শতকরা ৩৫ জনই নাকি এখনো ট্যাক্স আওতার বাইরে ! আয়কর, বিক্রয়কর দপ্তরের অফিসাররা আর কিছুদিন পর হিমালয় পর্বত অথবা আরবসাগর কিনে বসবে। সাধের লাউ অর্থাৎ আমজনতা ট্যাক্স দেবে, ভ্যাট দেবে, ঘুষ দেবে, ২৫ টাকা কেজি চাল, ৩২ টাকা কেজি পটল, ২৫০ টাকা কেজি মাছ কিনে দুধেভাতে থাকবে।

ডিজেলের দাম বড়লোকের কাছে এক, ছোট লোকের কাছ আর এক ! ধন্য সেলুকাস ! বিদ্রেন-আমেরিকা এসে দেখে যা আমাদের পণ্ডিত মন্ত্রীদের বুদ্ধির বহর। ম্যানোমিটার বসিয়ে পেট্রল পাম্পে দেখে নেবে ম্যানটা পকেটে ভারী না পাতলা। তার উপর সর্বত্র ভর্ত্তুকী। আমজনতা ভর্ত্তুকীও খাচ্ছে, যারা হর্ত্তুকী চিবোবার-বংশপরাক্রমে চিবিয়েই যাচ্ছে দুনম্বরী না করেত পারায়। গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, কয়লা রেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কো অপারেটিভ ও শিল্পের জন্যে মোটা লোনে সাবসিডি সবতেই কোষাগার থেকে গচ্ছা। কোটি টাকা যার মাসে রোজগার দেশ তাকেও সেবা করছে ঐ গুণাগার দিয়ে। স্কুলে ঐ যে চালু হয়েছে মিড-ডে-মিল ! রেশনে চালু হলো অন্তোদয় যোজনা, বি.পি.এল। কাঁঠাল হবে কবে কেউ জানেনা গোঁফে তেল। আগে সারা দেশে গরীব বা নিম্নবিত্তের তালিকা 'জল না দেওয়া' তৈরী হোক। ঘোষণা করা হোক প্রত্যেকে রোজগারের ব্যাপারে ন্যায্য ঘোষণাপত্র জমা না দিলে তার এই জরিমানা হবে। দুটোর বেশি বাচ্চা হলে রাষ্ট্র দায়িত্ব নেবে না। তবে না ভর্ত্তুকী। হাজার হাজার টন চাল ডাল নিয়ে খাদ্যাভাবের দেশে কঠোর তামাশা। দেশের মাত্র ৪০০/৫০০ জন ব্যক্তির কাছে ব্যাঙ্কগুলো পাবে হাজার হাজার কোটি টাকা। তাদের এই মহাপুণ্য কর্মের জন্যে হয় পদ্মশ্রী বা ভারতরত্ন দেওয়া হোক নাহলে কাগজে নামগুলো বের করা হোক। আরে বাবা এরাই তো ভারত শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান, ফিকির-নেতারাই তো মন্ত্রী . এম.এল.এ. সাংসদ। দেশ ফকির হলে ওদের কি ? ওসব নাম, সুইজারল্যান্ডে টাকা রাখা দেশের সম্পদ লুঠেরাদের নাম কখনো প্রকাশ্যে আসবেনা। বেচারারা হাজার হাজার হলেও বিপদে আপদে দেখে,ধার দেয়,দলের লোক বটে। অতএব আমজনতাকে উসকে দেওয়া আন্নাহাজারে, রামদেবজীকে লাগাও চাবুক। এততাল চলবে বেতালে। মুদ্রাস্ফীতি হবে না। দ্রব্যমূল্য বাড়বেনা ? চোর ছ্যাঁচোড়রা চিরকাল টি.ভি.,মিড়িয়া আলো করে বলবে এটা বিশ্বের বাজারের ব্যাপার। অথচ কোনও সভ্য দেশে এইরকম জাতীয় সম্পদ লুট করানো হয়না। গুলি করে মারা হয়, না হলে দেশ বাঁচে না।

রঘুনাথগঞ্জ থানায় নতুন আই.সি. (১ম পাতার পর)

এলাকায় চুরি বা মদের ঠেক আজও চলছে। কোন অপরাধের কিনারা করতে পারেননি সুধাকর। সব ক্ষেত্রে অপরাধীরাই প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে উপদ্রুত এলাকা গিরিয়া সেকেন্দরার সন্ত্রাস বন্ধে আই.সি.-র উদ্যোগে প্রীতিপূর্ণ ফুটবল প্রদর্শনী। যা এলাকায় যথেষ্ট সাড়া জাগায়।

ঈদ-উল-ফিৎর (Eid-ul-Fitre) (২য় পাতার পর)

এ অনুভূতি, থেকে থেকে চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়। ডালে টোকা দিলে শিউলি যেমন টুপটাপ ঝড়ে পড়ে, প্রীতি বিনিময়ের পারস্পরিক ছোঁয়ায় এ-ও তেমনি অশ্রু হয়ে নেমে আসে চোখের পাপড়ি বেয়ে।

সোনার সঙ্গে সোহাগা যেমন, তেমনি ঈদের সঙ্গে বাড়তি সংযোগ থাকে সম্মিলিত নামাজ ও দানখয়রাতের। নামাজ ছাড়া ইসলামে কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান কল্পনা করা যায় না। ঈদের ঐক্যবদ্ধ নামাজ মসজিদে সম্পন্ন হতে পারে বটে, তবে বাড়তি আনন্দ প্রাপ্তির জন্য, এ নামাজ পড়া হয় খোলা আকাশতলে, কোনও খোলা মেলা মাঠে, প্রকৃতি-নগ্ন হয়ে, যাকে বলে 'ঈদ-গাহ'। বাড়ি থেকে ঈদ-গাহ যাত্রা আপাত দৃষ্টিতে এক বৈচিত্র্যময় বর্ণময় শোভাযাত্রা, আসলে কিন্তু এ এক শব্দহীন আত্মিক অভিসার, যখন সংযম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বাসী মনে উদ্বেলিত হয় তার স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালকের বিরামহীন স্তুতি প্রশংসা যখন প্রভুর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে আসে।

ঈদ-উৎসবের সামাজিকীকরণের সেরা মাধ্যম হল দান, যা 'ফিৎর' – এর অন্য এক মাত্রা। এটি তাই দানের উৎসব (The festival of charity) নামেও পরিচিত। এ পরব উপলক্ষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য (আর্থিক সংস্থান থাকলে) কমবেশি দু কিলো খাদ্যশস্য বা তার অর্থমূল্য গরিব-দুঃখীর মধ্যে বিলি করতে হয়, যেন কেউই ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু এ বাহ্য। আসল দান হল, অহমিকা বা অস্মিতা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কবি নজরুলের একটি গানে যা চির-বাঙ্ময়, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।'

ভোদাফোনের ইফতার অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ষ্টেটব্যাঙ্ক লাগোয়া জেলা পরিষদের গেষ্ট হাউসে ২৫ আগষ্ট সন্ধ্যেয় ভোদাফোনের স্থানীয় ডিষ্ট্রিবিউটর রাজীব এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে ইফতার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেখানে প্রায় একশো উপোসী মানুষ রোজা ভঙ্গ করেন। অনুষ্ঠানে কোম্পানীর সি.এস.এম. অনির্বাণ সাহা এবং জেলার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইন্দ্রনীল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর
।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শক্রঘ্ন সরকার
সম্পাদক

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

১৩জন প্রার্থীর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো না (১ম পাতার পর)

ইসলাম জানান। পরবর্তীতে পুরসভার অডিট এবং বন্যার কারণ দেখিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ ঐ প্রোগ্রাম স্থগিত রাখে। যার ফলে আবার অপেক্ষায় দিন গোণা ছাড়া গতি নেই।

জঙ্গিপুর কলেজেরে দুই গেটে এখন পুলিশ (১ম পাতার পর)

ধরনের কাজ করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল আবু শুকরানা মণ্ডল বলে কর্মীদের ধারণা। বর্তমানে কলেজের দুটো বিল্ডিং এর দুই গেটে কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে আই.কার্ড চালু থাকলেও এর কোন গুরুত্ব না দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ না দিয়েছে ছাত্ররা। বর্তমানে আই.কার্ড দেখে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। অভিভাবক বা কোন অপরিচিত লোক প্রয়োজনে কলেজে এলে সে ক্ষেত্রে গেটে রেজিষ্টার রাখা হচ্ছে। তাতে নাম, ঠিকানা, প্রয়োজন উল্লেখ করতে হবে। এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে ভেতরে ঢোকানো হবে। বহিরাগতদের কলেজে প্রবেশাধিকার নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও আলোচনায় বসেন। প্রশাসনিক তৎপরতায় বর্তমানে কলেজ গেটে পুলিশ প্রহরারও ব্যবস্থা চালু আছে। তবে কলেজের আশেপাশে বহিরাগতদের ঘোরাফেরা যেমন ছিল তেমনি আছে। ২২ সেপ্টেম্বর প্রথম বর্ষের ছাত্র ভর্তির দিন কর্তৃপক্ষ কি পদ্ধতিতে বহিরাগতদের ভেতরে ঢোকাবেন তা নিয়ে অনেক অভিভাবকের মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।